বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

শিল্প মন্ত্রণালয়

৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

২৮ আষাঢ় ১৪১৯ ■ ১২ জুলাই ২০১২

ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষুদ্র নয় দিনে দিনে বড় হয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯
৩০ মে ২০১২

বাণী

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে বিসিকে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোক্তাগণের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে বিসিক প্রতিষ্ঠার পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন এ দেশের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রাদেশিক আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন' (ইপসিক) প্রতিষ্ঠার বিল উত্থাপন করেছিলেন। তৎকালীন ইপসিকই আজকের বিসিক। আমি জেনে খুশি হয়েছি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ, আমদানি বিকল্প ও রফতানিমুখী শিল্পপণ্য উৎপাদন এবং শ্রমঘন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪১ বছর এবং বিসিক প্রতিষ্ঠার ৫৫ বছরে এদেশে শিল্পায়নের সাফল্য পর্যালোচনা করলে একথা সহজেই বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বিসিক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়নি। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শিল্পসমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিসিকের আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে।

আমি আশা করি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের বছর ২০২১ সাল নাগাদ শিল্পখাতের বিকাশ ত্বরান্বিত করে সরকার ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আমাদের জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের অবদান ৪০ শতাংশে উন্নীত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিক ভূমিকা পালন করবেন।

আমি বিসিকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ মহতী উদ্যোগের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার অভিনন্দন রইল।

দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত বিসিক একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। বিগত ৫৫ বছর ধরে শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রম, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে পূর্ব বাংলায় শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে ১৯৫৭ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (ইপসিক)' প্রতিষ্ঠার বিল উত্থাপন করেন। ৩০ মে, ১৯৫৭ সালে এ বিল আইন হিসেবে পাশ হবার পর তা কার্যকর হয়। আজকের বিসিক তৎকালীন ইপসিকেরই উত্তরসূরী। বিসিকের ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজকের এ শুভ দিনে আমি বিসিকের প্রতিষ্ঠাতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক ও শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ে তোলাই মহাজোট সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার পূরণে পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়ন জোরদার করতে হবে। এর মাধ্যমে দেশে ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। ফলে দেশে শ্রমঘন ও টেকসই ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পখাত গড়ে উঠবে। ঐতিহ্যবাহী ও অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিসিকের কর্মকর্তা–কর্মচারিরা এ ক্ষেত্রে নিজেদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাতে পারেন। তাহলেই দেশে সৃষ্টি হবে অনেক সফল উদ্যোক্তা এবং তৈরি হবে নতুন নতুন শিল্প–কারখানা। শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ অভিযাত্রায় সামিল হতে আমি বিসিক পরিবারে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

প্রতিযোগিতামূলক প্রেক্ষাপটে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কলা–কৌশল উদ্ভাবন হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পায়নের জন্য এসব প্রযুক্তি কলা-কৌশলের প্রয়োগ জরুরি। মনে রাখতে হবে, সনাতনী প্রযুক্তি ও চেতনা নিয়ে আধুনিক বিশ্বের তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন। এ বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিসিককে টিকে থাকতে হলে, সংশ্লিষ্ট সকলের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনতে হবে। উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল কর্মসূচি, বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে শিল্পখাতে বিসিককে নতুন ইমেজ তৈরি করতে হবে। তাহলেই ৫৫ বছরের পুরনো এ প্রতিষ্ঠানের অনিবার্যতা আবারও প্রমাণিত হবে। এ প্রতিষ্ঠান শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবে। দেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সুসংহত উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে পৌছে যাবে সম্মৃদ্ধি ও অগ্রগতির কাঙ্খিত গন্তব্যে।

আমি ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিসিকের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা–কর্মচারিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

২৬ বৈশাখ ১৪১৯
৯ মে ২০১২

দিলীপ বড়ুয়া

বিসিক : প্রতিষ্ঠার ৫৫ বছর

সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনমানের উন্নয়নকে বিবেচনায় রেখে দেশের অর্থনীতিকে কৃষিনির্ভরতা থেকে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপলব্দি থেকেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষ্যে তদানীন্তন গণপরিষদে বিল উত্থাপন করেন। এরই ফলশ্রুতিতে একই বছর ৩০ মে 'পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন' (ইপসিক) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিসিক নাম ধারণ করে। এ বছর বিসিকের গৌরবময় ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জাতীয় অগ্রগতি অর্জন বিসিকের সমুদয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য। বিসিক মূলতঃ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের শিল্পায়নে অবদান রাখা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। বিসিকের উদ্যোগে এ পর্যন্ত সারা দেশে ৭৪ টি শিল্পনগরী স্থাপিত হয়েছে। এ সব শিল্পনগরীতে গত অর্থবছরে প্রায় ২৯ হাজার ২৭ কোটি টাকার পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, যার মধ্যে সাড়ে ১৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি পণ্য বিদেশে রফতানি হয়েছে। এসব শিল্প নগরীতে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। বিসিকের প্রতিষ্ঠিত শিল্পনগরীতে অনেক প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রাকারে শুরু করে পরবর্তীতে দেশের অত্যন্ত নামী-দামী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। উদ্যোক্তার নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও সততার কারণে ক্ষুদ্র শিল্প পরিণত হতে পারে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে। আর সে প্রেক্ষিতে বিসিকের ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে "ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষুদ্র নয়, দিনে দিনে বড় হয়"।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

শিল্প-কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের সেবা-সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় রয়েছে বিসিকের শিল্প সহায়ক কেন্দ্র (শিসকে)। তাছাড়া ৭৪টি শিল্পনগরীর, ১টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১টি নকশা কেন্দ্র, ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র, লবণ উৎপাদন, মৌমাছি পালন এবং দেশের ৩টি পার্বত্য জেলায় কুটির শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যালয়সহ আরও বেশ কিছু প্রকল্প কার্যালয় রয়েছে।

বিসিকের সেবা-সহায়তা ও উদ্যোক্তাদের অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান

বিসিক উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন, শিল্প-কারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান, ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তাদান, শিল্প ইউনিট স্থাপনে তদারকী,পণ্যের গুনগত মানোন্নয়ন, কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ, সময়োপযোগী নকশা ও নমুনা তৈরি ও বিতরণ এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণনে দেশব্যাপী মেলা, প্রদর্শনী ও ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলনের আয়োজনসহ বিভিন্ন প্রকার সেবা-সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক ১৯৬০-এর দশক থেকে দেশব্যাপী শিল্প নগরী স্থাপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। বিসিকের প্রতিষ্ঠিত ৭৪টি শিল্প নগরীগুলোর মধ্যে বিশেষায়িত শিল্পনগরী রয়েছে জামদানি , হোসিয়ারি , চামড়া শিল্পনগরী এবং ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

বিসিক শিল্পখাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা অনুসন্ধান ও উন্নয়ন এবং দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কাজ করে আসছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি), নকশা কেন্দ্র এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র ও জেলা পর্যায়ে শিল্প সহায়ক কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বিসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা

বিসিক কর্তৃক পরিচালিত অধিকাংশ কর্মকাণ্ডই কোননা কোনভাবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে সম্পর্কিত। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিসিকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ। বিসিক দেশব্যাপী বিস্তৃত তার নিয়মিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

লবণ শিল্পের উন্নয়ন

১৯৬১ সাল থেকে দেশকে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় আধুনিক পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনে চাষীদেরকে বিসিক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে। লবণ উৎপাদন পরিস্থিতি সফলতার সাথে পরিধারণ ও লবণের গুণগত মানোন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে,যার প্রেক্ষিতে লবণ উৎপাদনে দেশ আজ অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিসিক কর্তৃক উদ্ভাবিত পলিথিন প্রযুক্তিতে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ সনাতন পদ্ধতির চেয়ে অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত বেশি হয়ে থাকে। দেশের লবণ চাষী লবণ শিল্পের সাথে জড়িত অন্যান্য সকল স্টেক হোল্ডারদের স্বার্থ বিবেচনায় এনে বর্তমান সরকার প্রথম বারের মত জাতীয় লবণনীতি ২০১১ ঘোষণা করেছে।

আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ

সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিসিক ১৯৮৯ সাল থেকে এ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৯৩ সালে দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যার হার ছিল ৬৮.৯৪ শতাংশ, আর বর্তমানে তা ৩৩.৮০ শতাংশে নেমে এসেছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে দেশের ৮৪ শতাংশ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহারের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ২০১৬ সালের মধ্যে দেশের অন্ততঃ ৯০ শতাংশ লবণে পরিমিত মাত্রায় আয়োডিন মিশ্রণ ও শতভাগ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের ব্যবহারের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

পার্বত্য এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম ও আধুনিক পদ্ধতিতে মৌচাষ

দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিসিক ৩টি পার্বত্য জেলায় নিয়মিত কর্মকাণ্ড চালানোর পাশাপাশি কুটির শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মৌমাছি পালন কর্মসূচির আওতায় বিসিক এ পর্যন্ত প্রায় ১৮ হাজার নারী ও পুরুষকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এদের অনেকেই বর্তমানে কাঠের বাক্সে মৌচাষ করে নিজেদের আয় ও উপার্জন বৃদ্ধির নতুন দিগন্ত খুঁজে পেয়েছেন। তাছাড়া মৌমাছি পালন ও আধুনিক পদ্ধতিতে মধু উৎপাদনের লক্ষ্যে বিসিক সম্প্রতি একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

উন্নয়নের রূপকল্প ২০২১ এবং ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাত

দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে ইতোমধ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করেছে। এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য বিমোচন। আর তা করার জন্যই শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প প্রসারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে শিল্পসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে রূপকল্প ২০২১-এর মাধ্যমে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে সহায়তা দানসহ তাঁত শিল্প রক্ষা এবং রেশম, বেনারশি ও জামদানি পল্লী গড়ে তোলাসহ তাঁতী, কামার, কুমার, ও মৃৎশিল্পীদের বিশেষ প্রণোদনা দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নে বিসিক ২০১০-২০২১ মেয়াদী একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

বিসিকের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বিসিক বর্তমানে ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এগুলো হচ্ছে: ১) অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্স (এপিআই) শিল্পপার্ক, ২) চামড়া শিল্পনগরী, ৩) গোপালগঞ্জ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ, ৪) মিরসরাই শিল্পনগরী, ৫) সিরাজগঞ্জ শিল্পপার্ক, ৬) কুমিল্লা শিল্পনগরী-২, ৭) স্পেশাল ইকোনমিক জোন, কুমারখালী, ৮) বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, ৯) শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন, ১০) সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রকল্প এবং ১১) বরগুনা শিল্প নগরী। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশে পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পখাতে উৎপাদনবৃদ্ধি এবং প্রায় ২,৫০,০০০ লোকের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০ আষাঢ় ১৪১৯
০৪ জুলাই ২০১২

বাণী

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ১২ জুলাই ২০১২ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের উদ্যাক্তাগণ এবং বিসিকের সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানাই।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব বিকাশ এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৭ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন প্রতিষ্ঠার বিল উত্থাপন করেন। ৩০ মে ১৯৫৭ এ বিল কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমে দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান, শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে।

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দেশের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে আমি সরকারের পাশাপাশি শিল্প উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি বিসিকের ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সভাপতি
শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজ হাতে ১৯৫৭ সালে গড়া বিসিকের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আজকের দিনে আমি দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর এই অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। এ উপলক্ষে আমি বিসিকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্যোক্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দেশের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারি মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিসিক ১৯৫৭ সাল থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সেবাধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প-কারখানা স্থাপনে বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সেবা-সুবিধাদি প্রদান করছে। বিসিকের দেশব্যাপী স্থাপিত জেলা পর্যায়ে শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, শিল্প নগরী, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র, নকশা কেন্দ্র, লবণ শিল্পের উন্নয়ন, মৌমাছি পালন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

বিসিক আগামী দিনগুলোতে তার কর্মপ্রচেষ্টাকে আরও শাণিত করার মাধ্যমে শিল্পায়ন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডকে সুবিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(তোফায়েল আহমেদ, এম পি)

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এ বছর তার ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (ইপসিক)–ই আজকের বিসিক। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী'র শুভলগ্নে আমি বিসিকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের উদ্যোক্তাগণসহ এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিসিক দেশের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সেবা-সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিল্পখাতকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বিসিক নিয়মিত কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পও বাস্তবায়ন করে আসছে। ফলে আমাদের সমগ্র শিল্পখাত ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে।

পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্রুত শিল্পায়ন ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। বর্তমান সরকারের ঘোষিত ভিশন-২০২১ অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এ খাতের ব্যাপক উন্নয়নে ইতোমধ্যে জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উৎপাদন, আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্হান সৃষ্টির গুরুত্ব বিবেচনায় ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পখাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

আমার দৃঢ বিশ্বাস দেশ ও জাতির স্বার্থে এক্ষেত্রে বিসিকের আরও অধিকতর ভূমিকা পালনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ সংস্থায় কর্মরত দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীবাহিনী তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আরও তৎপর হবেন- বিসিকের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি বিসিকের ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী

বিসিকের নতুন প্রকল্প

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের বিকাশ ও উন্নয়নে বিসিক দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে চলমান সেবা-সহায়তা কার্যক্রমকে আরো জোরদার ও গতিশীল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তদুপরি এ খাতের বিকাশের ধারাকে আরো বিস্তৃত করতে বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে। এসব নতুন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে : ১) শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী, ২) ভৈরব শিল্পনগরী, ৩) ঝালকাঠি শিল্পনগরী, ৪) গার্মেন্টস শিল্পপার্ক, ৫) প্লাস্টিক শিল্পনগরী, ৬) পাবনা শিল্পনগরী সম্প্রসারণ ৭) রাজশাহী শিল্পনগরী সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

বিসিকের আইসিটি কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের তথ্য প্রযুক্তির প্রসার এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সামিল হয়ে বিসিকের সকল কর্মকান্ডে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের কাছে দ্রুত সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে বিসিক ব্যাপক আয়োজন গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো: দেশব্যাপী বিসিকের সকল কার্যালয়ের সাথে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক স্হাপন, অটোমেশনের লক্ষ্যে **Customized**ও **web-based software-** এর ব্যবহার, আইসিটিতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য নিজস্ব কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, তথ্যবহুল ও অনলাইন সেবা উপযোগী **Website hosting** এবং অনলাইনে সেবা প্রদান পদ্ধতির প্রবর্তন ইত্যাদি।

ফখরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

উপসংহার

উন্নয়নের রূপকল্প ২০২১ কে সামনে রেখে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়ন ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে শিল্পসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা ও সে প্রক্রিয়ায় একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বিসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা আশাবাদী বিসিক তাঁর ৫৫ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিভূমিতে দাড়িয়ে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য অবস্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

সৌজন্যে : ওয়েল গ্রুপ অব কোম্পানীজ ও মোহরা এশিয়া এ্যাপারেলস্ লিঃ
বিসিক শিল্প নগরী, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম